COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

রাজতন্ত্র সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা।

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক পরবতী যুগে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল রাজতন্ত্রের প্রসার । অর্থশাস্ত্র এ সময়েরই নির্দেশ স্বরূপ এক শাস্ত্র। স্বাভাবিকভ্যাবেই রাজার বাছাইকরণ, রাজার গুণ, দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি কৌটিল্যের আলোচনায় প্রধান জায়গা জুড়ে রয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনা থেকে মনে হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই কৌটিল্যের কাম্য শাসনব্যবস্থা । একারণে রাজ সিংহাসনে উত্তরাধিকারের বিষয়টি কৌটিল্যের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। যে পুত্র উপযুক্ত আত্মগুণসম্পন্ন তাকেই রাজা যুবরাজের পদে বসাবেন। কৌটিল্য রাজপুত্রদের গুণ অনুসারে বুদ্ধিমান, আহার্যবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি-এই তিন ভাগে ভাগ করেন। উপযুক্ত গুরুর দ্বারা শিক্ষিত হয়ে যে পুত্র কেবলমাত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নেয় এবং সেইরূপ আচরণও করে তাকে বুদ্ধিমানপুত্র বলা হয়। যে পুত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে সেইভাবে আচরণ করে না তাকে আহার্যবুদ্ধিপুত্র বলে। আর যে পুত্র দুর্বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় সেই পুত্রকে দুর্বুদ্ধিপূত্র বলা হয়। সেই দুর্বুদ্ধি পুত্র যদি বড় পুত্র এমনকি একমাত্র পুত্রও হয় তাহলেও রাজা তাকে রাজপাদে বসাবেন না। যদি রাজার একাধিক পুত্র থাকে তাহলে সেই দুর্বৃদ্ধিসম্পন্ন: পুত্রকে দেশের প্রান্তে আটক রেখে অন্য পুত্রকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। যদি রাজা কোনও পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত না করে মারা যান তাহলে অমাত্যগণ রাজবংশেরই আত্মগুণসম্পন্ন রাজকুমারকে রাজপদে বসাবেন। যদি কোনও রাজপুত্র আত্মগুন সম্পন্ন না হলে তাহলে রাজকন্যাকে বা রানীকে রাজপদে বসাবেন। এক্ষেত্রে কৌটিল্যের যুক্তি হল রাজপুত্র/রাজকন্যা/রানী তো ধজ রূপী মাত্র; অমাত্যরাই বাস্তবিক স্বামী স্থানীয়। দ্বিতীয়ত, রাজা সাধারণত আগেকার নিয়মকানুনই মেনে চলেন কিন্তু রাজবংশের বাইরে কাউকে রাজা করলে সেই নতুন রাজা প্রথা না মেনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন।এভাবে কৌটিল্য শুধু রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন নি, বংশানুক্রমিক ধারাবাহিক রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

রাজার গুণ

ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাজার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করেন। এই গুণগুলিকে আভিগামিকগুণ, প্রজাগুণ, উৎসাহগুণ, আত্মসম্পদ প্রভৃতি নামে ভাগ করা হয়েছে। আভিগামিক গুণের মধ্যে কৌটিল্য ১৬টি গুণের উল্লেখ করেন যেমন; রাজা হবেন উঁচুবংশের, সত্যবাদী, দাতা, কৃতজ্ঞ, অপরের কাছে জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহী ইত্যাদি। রাজার ৮টি প্রজাগুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহ, শৌর্য, দৃঢ়তা, শীঘ্রতা ও সব কাজে নৈপুণ্য। উপরের গুণগুলি ছাড়াও রাজা আত্মসম্পদে বলীয়ান হবেন। এই আত্মসম্পদ গুলি হল বাগ্মীতা, উন্নতচিত্ত, যুদ্ধ ও

সন্ধি ব্যাপারে জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মসংযমী, বিনয়ী, কাম, ক্রোধ,লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যা প্রভৃতি ছয় রিপুর নিয়ন্ত্রণকারী, প্রীয়বাদী ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, উপরের গুণগুলির উল্লেখের মাধাম্যে কৌটিলা এক চরম আদর্শানুগ রাজার বিবরণ দিয়েছেন যা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। কৌটিল্যও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং এ কারণে তিনি শাসকের যথাযথ শিক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাজাকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন, আনবিক্ষিকী, ত্রয়ী, বাতা ও দন্ডনীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। উপনয়নের পর যুবরাজ উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা নেবেন। দিনের কোন্ সময়ে কোন্ বিদ্যা যুবরাজ নেবেন সে সম্পর্কেও কৌটিল্য এক বড়রকমের তালিকা পেশ করেন; যেমন, দিনের প্রথমদিকে যুবরাজ যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন এবং দিনের শেষ দিকে ইতিহাস শিক্ষা নেবেন। এখানে ইতিহাস বলতে কৌটিল্য পুরাণ, ইতিবৃত্ত, শাস্ত্রগ্রন্থ, ন্যায়গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে, যা ভালোভাবে বোঝা যায়নি তা তিনি বারবার শুনবেন; কারণ বারবার শুনতে শুনতে প্রজ্ঞা তথা জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রজ্ঞা থেকে জ্ঞানের বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ বা যোগ বাড়ে। যোগ বা আগ্রহ থেকে আত্মজ্ঞান হয়।

রাজার কর্তব্য

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা রাষ্ট্রের কেন্দ্রধিশ হলেও স্বৈরাচারী শাসক নন। কৌটিল্য বারবার বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যেমন, রাজা অভিজ্ঞ বয়স্কদের কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন, গুপ্তপুরুষদের নিয়োগের মাধ্যমে রাজার অভ্যন্তরে ও অন্যান্যদের ব্যাপারে খবরাখবর নেবেন নিজে ভালো হয়ে প্রজাদেরও ভালো হতে বলবেন। প্রজাদের কাছে প্রিয় হবেন এবং প্রজাদের ভালো করার মাধ্যমে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন। রাজা যদি নিজের কাজে উদ্যোগী হন তাহলে অমাত্য ও অন্যান্য কর্মচারীরা কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন। রাজার একদিনের তথা ২৪ ঘন্টার যে কাজের তালিকা কৌটিল্য দেখিয়েছেন তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর অন্যদিকে বিষয়বৈচিত্রে পূর্ণ; যেমন, রাজা দিনের আটভাগের প্রথমভাগে গতদিনের আয়বায়ের হিসেব ও গতরাত্রের প্রহরার কাজ দেখবেন; দ্বিতীয়ভাগে পরবাসী ও জনপদবাসীদের কাজ দেখবেন; তৃতীয়ভাগে স্নান, ভোজন ও বেদাধায়ন করবেন; চতুর্থভাগে নগদ টাকার হিসেব নিকেশ করবেন ও অধ্যক্ষদের কাজে নিযুক্ত করবেন; পঞ্চমভাগে মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন এবং অমাত্য ও গুপ্তচরদের উপর নজর রাখবেন; ষষ্ঠভাগে স্বচ্ছন্দ-বিহার বা মন্ত্রণা করবেন; সপ্তমভাগে হাতি, ঘোড়া, রথ ও অস্ত্র সকল দেখাবেন; অষ্টম ভাগে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করবেন। দিনের শেষে তিনি সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করবেন। ঠিক একইভাবে রাত্রের অষ্টমভাগের বিষয়েও কৌটিল্য : এক বিস্তারিত বিবরণ দেন।

রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ও কৌটিল্য প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগর কথা বলেন। সভায় যাতে প্রজারা সহজে রাজার কাছে উপস্থিত হতে পারে এবং অভিযোগ জানাতে পারে সে ব্যাপারে রাজাকে বাবস্থা করতে হবে। কৌটিল্য বারবার মনে করিয়ে দিতে চান রাজার পক্ষে উদ্যোগ বা সবসময় কাজে বাস্ত থাকা ব্রত স্বরূপ; কাজ রাজার কাছে যজ্ঞস্বরূপ; সমান ব্যবহার রাজার পক্ষে দক্ষিণাস্বরূপ; প্রজার মঙগলই রাজার মঙ্গল। এ ব্যাপারে কৌটিল্য ধর্মের দোহাইও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রজারক্ষক রাজার স্বধর্ম পালন রাজাকে স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী করে এবং প্রজাগণের মিথ্যাদণ্ডের গ্রহয়নকারী রাজা নরক প্রাপ্তির অধিকারী হন।

প্রজা বিদ্রোহ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কৌটিল্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সতর্ক হতে বলেন; কারণ, অন্যায়ভাবে দণ্ডের প্রয়োগ হলে প্রজারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে; এমনকি অন্য রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এ কারণে প্রজাবিদ্রোহের বিষয়টি কৌটিল্যের আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই আলোচিত হয়েছে।

প্রজা বিদ্রোহের কারণ

প্রকৃতি অনুসারে প্রজাদের কৌটিল্য তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন; যথা ক্ষীণ, েলাভী ও বিক্ষুব্ধ প্রজা। এদের মধ্যে ক্ষীন প্রজা তুলনায় লোভী এবং লোভীর তুলনায় বিক্ষুব্ধ প্রজাই রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর বিপদজনক কারণ, ক্ষীণপ্রজা শাস্তি ও উচ্ছেদের ভয়ে অনুগত থাকতে বা পলায়নে পছন্দ করে। লোভীপ্রজা লোভের জনা অসতুষ্ট হয়ে শত্রু দ্বারা বশীভূত হতে পারে কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রজারা শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজার প্রতি আক্রমণেরও আয়োজন করে। সপ্তম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজার সেই সমস্ত কাজগ্ুলির উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এই কাজগুলি হল যথাক্রমে (১) বিদ্যাদি সম্পন্ন সৎ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও অসৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো; (২) অনুচিত ও অধর্মযুক্ত হিংসাত্মক কাজের প্রচলন; (৩) অধর্মযুক্ত, অর্থাৎ অন্যায় কাজের প্রতি আসক্তি ও ন্যায় কাজের প্রত্যাখ্যান (৪) অনর্থযুক্ত কাজ করা ও করণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা, (৫) ভৃত্যদের বেতন ও অন্যান্যদের বস্তুগুলি না দেওয়া ও অন্যের কাছ থেকে বলপূর্বক সম্পদ বা ঘুষ নেওয়া, (৬) শাস্ত্রযুক্ত ব্যক্তির শাস্তিমকুব বা হ্রাস: এবং শাস্তির বহিহভূত ব্যক্তিকে শাস্তিদান, (৭) চোর ইত্যাদি দুষ্ট ব্যক্তিদের নিজের পাশে রাখা এবং গুণী ও যোগ্যব্যক্তিদের দূরে রাখা; (৮) অনর্থকারী কাজের সম্পাদন এবং অর্থযুক্ত কাজে অনীহা; (৯) চুরি থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া বা নিজে অপহরণকারী হওয়া; ১০) পুরুষকারের ও কাজের সম্যক অনুষ্ঠানজনিত গুণের নিন্দা; (১১) যোগ্য কমধ্যক্ষগণের উপর দোষারোপ এবং পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিদের অবমাননা; (১২) বিদ্যা দ্বারা বৃদ্ধগণের মধ্যে সংশয়বৃদ্ধি ও অসত্যকথা দ্বারা বিরোধ

ঘটানো; (১৩) উপকারের বিনিময়ে অপকার করা ও নিত্যকরণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা; (১৪) রাজার আলস্য বা ভুল বশত যোগ (অলব্ধের লাভ) এবং ক্ষেম (লেকের প্রতিপালন) এর নাশ। রাজার এ ধরণের কাজগুলি প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে ও প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে। এব্যাপারে কৌটিলোর পরামর্শ হল রাজা কখনই প্রজাদের অসন্তোষের কারণগুলি উৎপাদন করবেন না---সেগুলি উৎপাদিত হলেও তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রতিকার করবেন।

বিদ্রোহের বিভিন্ন কারন ও ধরন বিস্তারিত ভাবে আলোচনার লক্ষ্য হল রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির উত্তব না হয় বা হ'লেও কীভাবে রাজা তার মোকাবিলা করবেন। কৌটিল্য বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি---বিদ্রোহকে এক অবাঞ্ছিত পথ-বলেই মনে করেছেন। কৌটিল্যের মতে, যে কোনও রাজা, এমনকি দোষযুক্ত হলেও, রাজ/পরিচালনার আগেকার নিয়মকানুনই, মেনে চলেন। কিন্তু নতুন রাজা কোনরকম প্রথা না মেনে সেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। তাছাড়া, রাজা দোযযুক্ত বা দুর্বল হলেও আভিজাত্যের কারণে অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ, অমাত্যগণ, সেনাগণ রাজাকে মেনে চলে। এখানে কৌটিল্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐশ্বর্যের স্বভাবই হ'ল আভিজাত্যের অনুবর্তন করা। ঐশ্বর্যশালী ও অভিজাত বংশে জন্মজ রাজাকে প্রজারা মেনে চলবে কিন্তু রাজা নীচকুলজাত হলে অন্যানারা সুযোগ পেলেই অসহযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে কৌটিল্য আভিজাত্যপূর্ণ রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করে গেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীঃ (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকঃ (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।